আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কেটে কাঠমিল শ্রমিকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কেটে সোহেল আহম্মেদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাতে আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের অদূরে লাইনের সিগন্যালের নিকট ডাউন রকেট ট্রেনে কেটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত সোহেল আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর সোহাগ মোড়ের নেপাল আলীর ছেলে। রেলওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানান, আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের লাইন দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। ডাউন লাইনের সিগনাল এলাকায় পৌঁছালে ট্রেনে কাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। স্থানীয় লোকজনকে জানালে তারা সোহাগ মোড়ের সোহেল আহম্মেদের লাশ বলে শনাক্ত করেন। লাশের পাশে পড়ে থাকা তার ব্যাগে মধ্যে নেশার ইনজেকশন ছিল।

স্থানীয়রাদের ধারণা সোহেল দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিল । হয়তো মাদক সেবনের জন্য রেলস্টেশন এলাকায় যেতে পারে।

দর্শনায় দিনে-দুপুরে জুয়েলারী ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ন লুটের চেষ্টা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দিনদুপুরে এক স্বর্ন ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে স্বর্নের দোকানে লুট করার চেষ্ঠা চালিয়েছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র।

জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার মোড়ে বন্ধু জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে। আহত জুয়েলারী ব্যাবসায়ী শ্রী সঞ্জয় কুমার সান্তারা (৩৬)কে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনার বিবরনে জানাগেছে,

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে একজন ক্রেতা সেজে মুখে মাক্স পরিহিত অবস্থায় বন্ধু জুয়েলারীতে আসে।

এসে জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয় কুমারকে বলে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু স্বর্নের জিনিস লাগবে একটু দেখান।সঞ্জয় ক্রেতাকে স্বর্নের কানের দুল চেইন আংটি বিভিন্ন আইটেমের জিনিস দেখাই। ক্রেতা বলে আপনার একাউন্ট নাম্বার দেন জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয় বলে আমার কোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার নাই। ক্রেতা বলে তাহলে বিকাশ নাম্বার দেন সেটাও আমার নাই।সঞ্জয় বলে সামনে বুথ আছে আপনি টাকা তুলে নিয়ে আসেন। তখন ক্রেতার হাতে একটি ব্যাগ ছিলো ব্যাগ থেকে চাকু বা হাতুড়ি বের করে তা দিয়ে স্বজরে জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয়কে মাথায় আঘাত করে।পরে সঞ্জয় দোকানের ভেতর পড়ে গিয়ে চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন দ্রুত এগিয়ে আসে। পরে সঞ্জয় কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আহত সঞ্জয় দর্শনা কলেজ পাড়ার শ্রী সুধীর সান্তারা স্বর্ণকারের ছেলে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রী সঞ্জয়ের মাথায় প্রায় নয়টি সেলাই হয়েছে বলে জানা গেছে।এ ঘটনায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলে সঞ্জয় বলে আমি তাকে চিনতে পারেনি মুখে মাক্স পরা ছিল। এ ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মুখে মাক্স পরা অবস্থায় একজন মেরে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার এ এসপি জামাল আল নাসের ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থলে সাথে সাথে আসেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।পরে সিসি টিভির ফুটেজ দেখে ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।এ বিষয়ে দর্শনা জুয়েলারী ব্যাবসায়ীর সাধারন সম্পাদক অবনী সান্তারা বলেন,পুলিশ আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে দ্রত আসামীকে গ্রেফতার করবো।এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন,আমরা দ্রত সিসি ক্যামরার ফুটেশ দেখে এবং সনাক্ত করে তাকে দ্রত গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চাল্লাছি।এ ঘটনায় মামলার প্রস্ততি চলছে।

দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিজিবি-বিএসএফ কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) পরিচালক নাজমুল হাসান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে উপজেলার দর্শনা সীমান্ত মেইন পিলার ৭৬-এর কাছে শূন্য লাইনে কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে দর্শনা কম্পানি কমান্ডার সুবেদার আশরাফুল ইসলাম এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গেদে কম্পানি কমান্ডার এ সি সুরন্দার সিং উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা বৈঠকের আলোচনার এক পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে। এদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই সব ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছিল।

নাজমুল হাসান আরো জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে এ ধরনের পতাকা বৈঠক দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করছে।

পরে তাদের দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ তিতুমীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১২ জনকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করেছেন।

দশর্নায় মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে নিরাপদ নয় সাংবাদিকরাও

দশর্নায় সাংবাদিকরা মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তদের কাছে নিরাপদ নয়। এসব মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যাবসায়ীরা দশর্না প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সামনে সাংবাদিকদের গালিগালাজ করে এবং মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে ও প্রসক্লাব ভেঙ্গে ফেলার হুমকি ধামকি দেয়।

গতকাল সোমবার দুপুরে দশর্না কেরু ডিষ্টিলারী গেটের সামনে ওয়াসীম নামের ১০-১২টি মামলার এক আসামী এ হুমকি ধামকি দেয়। এ ঘটনার পর দশর্না প্রেসক্লাবে রাত সাড়ে ৭ টার দিকে এক জরুরী বৈঠক অনুষ্টিত হয়। এ সময় সাংবাদিকরা প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান।

দশর্না সাংবাদিক সমিতির সভাপতিত্বে এ সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি চঞ্চল মাহমুদ, সহ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহ-সম্পাদক হাসমত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, আহসান হাবীব মামুন, ওসমান আলী, কোষাধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন, সদস্য ওয়াসিম রয়েল সু কমল দাস বাধন, আবিদ হাসান রিফাত, সাব্বির আলীম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় আলোকিত মাধবপুর

সংগঠনের উদ্যোগে খেজুরগাছ রোপণ

আলমডাঙ্গায় আলোকিত মাধবপুর সংগঠন উদ্যোগে এলাকায় স্বেচ্ছাশ্রমে খেজুরগাছ রোপণ করেছে।

পরিবেশের বাস্তুরীতি এবং ভারসাম্য রক্ষায় খেজুর গাছের অবদান অপরিসীম। খেজুরের রস দাক্ষাশর্করা হিসেবে মানব দেহে শর্করার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। রস অতিস্বাদের পানীয়। খেজুর ফলে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন যুক্ত হওয়ায় মানুষের জৈবিক ও দৈহিক শক্তির যোগান দেয়। খেজুর পাতা পাটি, বিছানা, ঘর, ঝাড়ু তৈরি করতে ব্যাবহৃত হয়। খেজুর গাছ খড়ি হিসেবেও ব্যাবহার করা হয়।

খেজুর, তাল, নারিকেল গাছ বজ্রনিরোধক হিসেবেও কাজ করে। আকাশের মেঘ আকর্ষণ করে বৃষ্টি ঝরায়। খেজুর গাছের এই সব উপকারীতা উপলব্ধি করে এলাকার যুব সমাজ স্বেচ্ছা শ্রমে নিজ অর্থায়নে রাস্তার দুপাশে খেজুর গাছ লাগিয়েছিলেন।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন, আলোকিত মাধবপুর সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, মাধবপুর মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফ জাহান আবেদ, মাধবপুর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর ওয়ার্ড সেক্রেটারি সজীব আহমেদ, মোঃ মেহেদী হাসান মাসুম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ জীবন প্রমুখ।

কেরুতে উন্নত কৃষি ও আখের ফলন বৃদ্ধি-বিষয়ক মতবিনিময় সভা

দর্শনা কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্সে আখের ফলন বৃদ্ধির লক্ষে উন্নত কৃষি তাত্বিক বিষয়ক মত বিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ টেনিং কমপ্লেক্সে হল রুমে প্রায ৯ টি গ্রামের আখচাষীদের নিয়ে এ সভা অনুষ্টিত হয়।

এ অনুষ্ঠানে মহাব্যাবস্থাপক কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বে আখচাষীদের নিয়ে এ টেনিং অনুষ্টিত হয়। এ আখচাষী সভায় প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ রাব্বিক হাসান।

এ সময় চাষীদের উদ্দেশে তিনি বলেন,“আপনারা আগাম আখচাষ করলে আপনাদের ভুর্তিকি দেওয়া হবে।তাই অল্প জমিতে ভালো বীজ রোপন করলে আপনারা ফলন বেশি পাবেন,।আপনারা এস টিপি বেড তৈরি করে আখ লাগান দেখবেন আপনারা আখের ফলন বেশি পাবেন। তাই আপনারা বেশি বেশি আখ লাগিয়ে চিনি শিল্প টিকে টিকিয়ে রাখুন।আগামী বছর আপনাদের কথা চিন্তা করে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে।”

এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,মহাব্যাবস্থাপক কৃষি দেলোয়ার হোসেন, ডিজিএম কৃষি সম্পাসারন মাহাবুবুর রহমান, এস সিডিএ মাহফুজুল আলম রতন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ১১২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, মাদক বিক্রির নগদ ৪ হাজার ৯৪ টাকা এবং একটি মোবাইল ফোনসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার রাধিকাগঞ্জ পশুহাটের টোল আদায় ঘরের প্রধান ফটকের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

থানা সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হারদী অস্থায়ী ক্যাম্পের সদস্যরা যৌথ

অভিযান চালান। এসময় কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে তৌফিক (২০) কে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য ট্যাবলেট ছাড়াও নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটক আসামির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।”

মাদকবিরোধী এই যৌথ অভিযানে স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছে বলে জানান থানা পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় পানিতে ডুবে কন্যাশিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা বলরামপুরে পানিতে ডুবে কন্যাশিশুর মৃত্যু হয়েছে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে চাচাতো ভাই শিশু ইব্রাহিম।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাশপুর ইউনিয়নের বলরামপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের কন্যা হাপসা খাতুন (২) ও মোবারেক হোসেনের ছেলে ইব্রাহিম হোসেন (২ বছর ৬ মাস) একসাথে খেলা করতে করতে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেল ৪টার দিকে।

তারা দুজনই পানিতে ডুবে যায়। ইব্রাহিমের পিতা মোবারেক প্রথমে তাদের হাত নাড়তে দেখে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ছেলে ইব্রাহিমকে উদ্ধার করেন। কিছুটা দূরে ভাসতে দেখে আপন ভাই রবিউলের মেয়ে হাপসা খাতুনকেও পানি থেকে তোলা হয়। তবে ততক্ষণে সে মারা যায়।

মৃতের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, অতি সুন্দর চেহারার অধিকারী শিশু হাপসা খাতুনের মৃত্যুর ঘটনায় নিজ পরিবার, পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাদের কান্নাকাটিতে

আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

শিশু হাপসার লাশ বাদ এশার নামাজের জানাজা শেষে গ্রামের কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় জিহাদ নামের এক স্কুলছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

নিহত জিহাদ (১৬) পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ও একই গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বজনরা জানায়, গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা কাউন্সিল মোড় এলাকায় মুজিবনগর-কার্পাসডাঙ্গা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল মোড় ঘুরতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে জিহাদ ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে।

তারা আরও জানান, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। পরে আজ ভোর ৫টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই জিহাদের মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ঘটনার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে যদি অপমৃত্যুর মামলা হয়, তাহলে তা রাজশাহীতেই হবে বলে জানান

তিনি।

দুই বছরের কাজ ১৩ বছরেও শেষ হয়নি কেরুর আধুনিয়াকায়ন প্রকল্পের কাজ

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর আধুনিকায়ন প্রকল্পটির কাজ ২০১২ সালে শুরু হয়ে ২০১৪ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও দীঘ ১৪ বছরেও প্রকল্পের কাজটি শেষ হয়নি।

ফলে ভারতীয় প্রকৌশলীরা সহ ২২ জনকে বসে বসে ডলারে বেতন গুনছে কতৃপক্ষ।

জানা গেছে, প্রথমে দুই বছর সময় বেঁধে দিয়ে ২০১২ সালে ‘বিএমআর অব কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড’ নামে প্রকল্পটির অনুমোদন দেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনেক পুরোনো এই চিনিকলটির আধুনিকায়ন এবং আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে তখন খরচ ধরা হয়েছিল ৪৬ কোটি টাকা। কিন্তু সে সময়ে তো হয়নি বরং একবার নয়, দুইবার নয় সাতবার সংশোধন করে সময় বাড়ানো হয় ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। খরচ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে দাড়িয়েছে ১০২ কোটি টাকায়। তার পরও ১৪ বছরে শেষ হয়নি প্রকল্পটির কাজ। তাই বাকি কাজ শেষ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলে সম্প্রতি একনেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের জুনে পুরো কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ১৭ আগস্ট জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অষ্টমবারের মতো সংশোধনের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)।

পরিকল্পনা কমিশন ও শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে,

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান।এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সালে দর্শনায় স্থাপন করা হয়। শুরুতে দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ছিল ১ হাজার ১৬ মে. টন। পরে ক্ষমতা কমে গেলে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয় কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিমিটেডের। সুগার ইউনিট প্রতিস্থাপন, চিনিকলটির আখ মাড়াই, চিনি উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রসেস লস ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘বিএমআর অব কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড’ প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয় ২০১২ সালের ২০ এপ্রিল। খুবই পুরোনো কেরু অ্যান্ড কোং চিনিকলকে আধুনিকায়ন এবং আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যেই প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

শুরুতে ২০১২ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুনের মধ্যে শেষ করার জন্য একনেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। তখন খরচ ধরা হয়েছিল ৪৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। কিন্তু দুই বছরে কাজের কাজ হয়নি। পরে সংশোধন করে এক বছর সময় বাড়ানো হয়। তাতেও কাজ শেষ হয়নি। এরপর দেড় বছর সময় বাড়িয়ে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়। তারপরও কাজ না হওয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আবার সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবটি পাঠানো হলে তা যাচাই করতে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা হয়। সভায় কিছু ব্যাপারে আপত্তি করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সংশোধন করে পাঠানো হলে ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর একনেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। তখন এক লাফে সাড়ে তিন বছর সময় বাড়িয়ে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ধরা হয়। একই সঙ্গে খরচ দ্বিগুণের বেশি বাড়িয়ে ধরা হয় ১০২ কোটি ২১ লাখ টাকা। খরচ বাড়ে ১২০ শতাংশ। কিন্তু তাতেও হয়নি পুরো কাজ। এরপর প্রতিবছর সংশোধন করে প্রতিবারে এক বছর করে সময় বাড়ানো হয়; যার মেয়াদ ছিল ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। এভাবে প্রকল্পটির মেয়াদ একের পর এক বাড়ানো হয়েছে। এ পর্যন্ত সাতবার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কিন্তু এই ১৪ বছরে খরচ করা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৭৮ দশমিক ৩২ শতাংশ। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতি চালিয়ে গত ১৫ থেকে ১৬ মার্চ শুধু ওয়াটার ট্রায়াল রান সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বুঝা যায় আখ মাড়াই তথা চিনি উৎপাদনের জন্য ৫০ শতাংশ কার্যকর হয়েছে। তাই বাকি কাজ শেষ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আবার উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হলে আইএমইডির মতামত নিতে বলা হয়।

আইএমইডি তার মতামতে বলেছে, প্রকল্পটি দীর্ঘদিন থেকে চলমান। কিন্তু কাজ শেষ পর্যায়ে। তাই বাকি কাজ শেষ করার জন্য এক বছর সময় বাড়ানো যেতে পারে। এরপর আর সময় বাড়ানো যাবে না। একই সঙ্গে কোনো খরচও বাড়ানো যাবে না। আইএমইডির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন সব কিছু যাচাই করে একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের আগে মতামতে বলেছে- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চিনিকলের আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আখ মাড়াই ও চিনি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের মাধ্যমে চিনিকলের প্রসেস লস কমে যাবে। ফলে জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। সম্পূর্ণ মাড়াই মৌসুমে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের মাধ্যমে ট্রায়াল রান সম্পন্ন করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বাড়ানো যেতে পারে।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২৬) প্রকল্পটিতে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের প্রায় সব কাজ শেষ হলেও গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তন হলে নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা আসেননি। প্রোডাকশন ট্রায়াল রান সম্ভব হয়নি। এ কারণে সময় বাড়ানো ছাড়া বিকল্প ছিল না। প্রকল্পটির খরচ অপরিবর্তিত থাকলেও মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে বাস্তবায়ন শেষে আখ মাড়াই ও চিনি প্রক্রিয়াকরণে যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রসেস লস কমবে, উৎপাদন বাড়বে এবং স্থানীয় কৃষি ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কেরুর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন,কাজ এখনও বুঝিয়ে দেয়নি কাজ বুঝিয়ে দিলে আমরা তা বুঝ করে নিব।
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) রশিদুল হাসানের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে ফোনটি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা পযন্ত প্রায় দেড় ঘন্টা যাবৎ কেরুর বিএম আর প্রকল্পের কাজ পরিদশন করেন মেজর জেনারেল নাহিদ আজগার, ব্রিগেডিয়ার সাজ্জাদ হোসেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলামিন হোসেনসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৯ সদস্যর একটি টিম।